Contents

পিতা-মাতার প্রতি
সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের কথা	৬
ভূমিকা	৭
পিতা-মাতার মর্যাদা	৮
পিতা-মাতার দো'আ কবূলযোগ্য	১০
পিতা-মাতার দান ফেরতযোগ্য	১১
মায়ের বিশেষ মর্যাদা	১১
জীবিত অবস্থায় পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের করণীয়	১৯
পিতা-মাতার আনুগত্য করা	১৯
পিতা-মাতার আনুগত্যের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর উপদেশ	২১
হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর উপদেশ	২২
আল্লাহ্র অবাধ্যতায় পিতা-মাতার আনুগত্য নেই	২৩
পিতা-মাতার সেবা করা	২৬
পিতা-মাতার সম্মুখে উচু স্বরে কথা না বলা	২৭
পিতা-মাতা যুলুম করলেও তাদের খিদমত করা	২৮
পিতা-মাতার প্রতি খরচ করা	২৯
পিতা-মাতার প্রতি খরচের ক্ষেত্রে মা'কে অগ্রাধিকার দেওয়া	৩১
শেষ বয়সে পিতা-মাতাকে সঙ্গ দেওয়া	৩২
অমুসলিম পিতা-মাতার সেবা করা	৩৩
পিতা-মাতার সেবা করার ফযীলত :	৩৭
পিতা-মাতার সেবা করা জিহাদ অপেক্ষা উত্তম	৩৭
পিতা-মাতার সেবা করা অন্যতম নেক আমল	৩৯
পিতা-মাতার সেবায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি	৪০
পিতা-মাতার সেবায় জান্নাত লাভ	৪১
পিতা-মাতার সেবায় বয়স ও রিযিক বৃদ্ধি পায়	৪২

Contents

পিতা-মাতার সেবা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে লিপ্ত থাকার সমতুল্য ৪৩
পিতা-মাতার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলায় জান্নাত লাভ ৪৪
পিতা-মাতার সেবায় দুনিয়ায় বিপদমুক্তি ৪৫

পিতা-মাতার সেবা করার কতিপয় উদাহরণ ৪৭
পিতা-মাতার অর্থনৈতিক অধিকার ৫৯
পিতা-মাতার মৃত্যুর পরে সন্তানের করণীয় ৬৩
(ক) পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা ৬৪
(খ) ঋণ পরিশোধ করা ৭০
(গ) অছিয়ত পূর্ণ করা ৭২
(ঘ) মানত পূর্ণ করা ৭৪
(ঙ) কাফ্‌ফারা আদায় করা ৭৫
(চ) ফরয ছিয়াম, মানতের ছিয়াম এবং বদলী হজ্জ ও ওমরা পালন করা ৭৬
(ছ) পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে ভাল আচরণ করা ৭৮
(জ) দান-ছাদাক্বাহ করা ৮১
পিতা-মাতার সাথে অসদাচারণের ভয়াবহ পরিণতি ৮৫
দুনিয়ায়ায় ভয়াবহ পরিণতি : ৮৫
পরকালে ভয়াবহ পরিণতি : ৯২
অসদাচরণকারী সন্তানদের প্রতি সতর্কবাণী ৯৫

কতিপয় যরূরী জ্ঞাতব্য ১০৩
উপসংহার ১১৮

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

মানবজনমের প্রাকৃতিক আবির্ভাব ঘটে পিতামাতার মাধ্যমে। নবজাতক সন্তানকে সাদরে পৃথিবীর আলো-বাতাসের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন পিতামাতাই। জগতের নানা ঘাত-প্রতিঘাত থেকে সযত্নে আগলে রেখে সন্তানের নিরাপদভাবে বেড়ে ওঠার মূল কারিগর পিতামাতা। জগত সংসারের চিরায়ত মায়াবন্ধনে তাই পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যকার সম্পর্কই সর্বাধিক গভীরতাময়, তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই অকৃত্রিম বন্ধনকে এতই মর্যাদা দান করেছেন যে, আল্লাহ্‌র ইবাদতের পরই পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণকে স্থান দিয়েছেন। এমনকি পিতা-মাতা যদি মুশরিকও হয়, তদপুরি তাদের প্রতি অবাধ্যতা কিংবা অসম্মানসূচক আচরণ করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ইসলামের এই অনন্য দিক-নির্দেশনা পিতা-মাতার মর্যাদা ও অবস্থানকে সর্বোচ্চ সীমায় উন্নীত করেছে।

দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, ইসলাম পিতা-মাতার মর্যাদাকে এত উচ্চকিত করার পরও মুসলিম সমাজের বহু গৃহে পিতা-মাতারা নিগৃহীত জীবন-যাপন করছেন। বিশেষ করে যখন তারা বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হন কিংবা রোগ-শোকে জর্জরিত হয়ে পড়েন, তখন তারা একেবারেই অপাংক্তেয় হয়ে ওঠেন। এমনকি এমতবস্থায় সন্তানরা কখনও অত্যন্ত নির্মমভাবে তাদেরকে ঘরছাড়া করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন কিংবা বিধর্মী দেশগুলোর অনুকরণে প্রবীণ নিবাসে রেখে আসেন। ফলে এককালে যে সন্তানদেরকে তারা সর্বোচ্চ মমত্ব ও ভালোবাসা দিয়ে লালন-পালন করেছিলেন, সেই সন্তানদের হাতেই তারা চূড়ান্ত লাঞ্ছনার শিকার হন। শেষ জীবনটা তাদের কেটে যায় অব্যক্ত বেদনা আর হাহাকারের দীর্ঘশ্বাসে।

এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা সহকারী মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম পিতা-মাতার মর্যাদা এবং তাঁদের প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে গ্রন্থটি রচনা করেছেন। **'বাংলাদেশ**

আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর দ্বি-মাসিক পত্রিকা ‘তাওহীদের ডাক’-এ কয়েক কিস্তিতে *(মে-জুন ২০১৭ থেকে জুলাই-আগস্ট ২০১৮)* এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। অতঃপর পাঠকদের চাহিদা বিবেচনায় গবেষণা বিভাগ কর্তৃক সংশোধন ও পরিমার্জনার পর এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হ’তে যাচ্ছে। *ফালিল্লাহিল হামদ*।

পরিশেষে সুলিখিত এই পুস্তকটির রচয়িতার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সাথে সাথে প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন এবং আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টাকে কবুল করুন- আমীন!!

-সচিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

ভূমিকা

সন্তান যেমন পিতা-মাতার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ উপহার, তেমনি পিতা-মাতা সন্তানের জন্য দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ নে'মত। দু'জন বিশ্বস্ত মানুষ বহুবিধ পরিশ্রমের মাধ্যমে অন্য একজন মানুষকে তিলে-তিলে বড় করে তোলে। যার জন্য এত ত্যাগ, কষ্ট ও এত ভালোবাসা, সে হল সন্তান। আর অপর দু'জন নিঃস্বার্থ মানুষের পরিচয় পিতা ও মাতা। গর্ভ থেকে শুরু করে মা যেমন আপন সন্তানকে বহু কষ্ট ও ত্যাগ-তিতীক্ষার মাধ্যমে ধীরে-ধীরে বড় করে তুলতে সাহায্য করেন, তেমনি পিতাও সর্বোচ্চ শ্রম ঢেলে স্ত্রী-সন্তানের যাবতীয় ভরণ-পোষণ নির্বাহের কঠিন দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। সেজন্য পৃথিবীতে সন্তানের নিকট পিতা-মাতার সম্মান ও মর্যাদা সবার উপরে। মহান আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসীর একমাত্র উপাস্য ও অভিভাবক, আর পিতা-মাতা হ'লেন সন্তানদের ইহকালীন জীবনের অভিভাবক। সুতরাং সন্তানদের কাজ হ'ল আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় হুকুম-আহকাম পালনের সাথে সাথে পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করা। জন্মের পর থেকে শুরু করে কৈশোর পর্যন্ত সন্তান পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানেই থাকে এবং সম্পূর্ণ অনুগত থাকে। অতঃপর যৌবনে বা সংসার জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে পিতা-মাতার সঙ্গে তার সন্তানদের মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে, এটা স্বাভাবিক। সেজন্য মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার সঙ্গে তার সন্তানদের বাল্য জীবনের ভালবাসার ন্যায় সারা জীবন সুসম্পর্ক অটুট ও বহাল রাখার আদেশ দিয়েছেন।

পিতা-মাতার মর্যাদা

মানব সৃষ্টির ইতিহাসে আদম ও হাওয়া ব্যতীত সকল সৃষ্টিই পিতা-মাতার মাধ্যমে পৃথিবীতে এসেছে। কেবল ঈসা (আঃ) পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই ইসলামী শরী'আতে পিতা-মাতাকে অপরিসীম মর্যাদা দান করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপনের পরে পরেই পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করাকে আবশ্যক করে দিয়েছেন। তাদের আদেশ-নিষেধ শরী'আত বিরোধী না হ'লে তা মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا أُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْماً- وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْراً-

'আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারু উপাসনা কর না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহ'লে তুমি তাদের প্রতি উহ্ শব্দটিও উচ্চারণ কর না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। আর তাদের সাথে নরমভাবে কথা বল। আর তাদের প্রতি মমতাবশে নম্রতার বাহু অবনমিত কর এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে ছোটকালে দয়াবশে প্রতিপালন করেছিলেন' *(বনী ইসরাঈল ১৭/ ২৩-২৪)*।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ স্বীয় ইবাদতের সাথে পিতা-মাতার সেবাকে একত্রিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এর মাধ্যমে এটিকে তাওহীদ বিশ্বাসের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বুঝানো হয়েছে। এর কারণ সৃষ্টিকর্তা হিসাবে যেমন আল্লাহ্র কোন শরীক নেই, জন্মদাতা হিসাবে তেমনি পিতা-মাতারও কোন শরীক নেই। আল্লাহ্র ইবাদত যেমন বান্দার উপর অপরিহার্য, পিতা-মাতার সেবাও তেমনি সন্তানের উপর অপরিহার্য।[১] যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, أَنِ

১. ইবনু বাত্ত্বাল, শারহু ছহীহিল বুখারী ৯/১৮৯।

اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ‘অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ, তোমার) প্রত্যাবর্তন আমার কাছেই’ *(লোকমান ৩১/১৪)*। এখানেও আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাকে সমভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

অন্যত্র তিনি সন্তান জন্মদান ও প্রতিপালনে পিতা-মাতা যে অপরিসীম কষ্টভোগ করে থাকেন তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَّوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَّحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُوْنَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-

‘আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার দুধ ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থ্যের বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে, তখন বলতে লাগল, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার নে‘মতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পসন্দনীয় সৎকাজ করি। আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমারই অভিমুখী হ’লাম এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্যতম’ *(আহক্বাফ ৪৬/১৫)*। অত্র আয়াতে চল্লিশ বছর বয়স উল্লেখ করার কারণ হ’ল- যে সন্তান এ বয়স পর্যন্ত পিতা-মাতার সাথে সুন্দর আচরণ করে তারা এর পরের বয়সে সাধারণত পিতা-মাতার অবাধ্য হয় না। তাদের চিন্তা থাকে তারা পিতা-মাতার সাথে খারাপ আচরণ করলে তাদের সন্তানেরাও তাদের সাথে খারাপ আচরণ করবে।[২]

এ বিষয়ে আল্লাহ আরও বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَّفِصَالُهُ فِيْ عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيْرُ. ‘আর

২. ইবনু বাত্ত্বাল, শারহু ছহীহিল বুখারী ১০/১৫২।

আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে' *(লোক্বমান ৩১/১৪)*।

পবিত্র কুরআনের বাণীগুলোকে পরম শ্রদ্ধা ও বিনয়াবনত হৃদয়ে মূল্যায়ন করতে হবে। এখানে মানুষকে আল্লাহ্র আনুগত্য ও ইবাদতের প্রতি অবিচল থাকা ও সাথে সাথে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার, তাদের সেবা-যত্ন ও আনুগত্যের নির্দেশও দান করা হয়েছে। আয়াতের প্রারম্ভেই পিতা-মাতা উভয়ের সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই মাতার কষ্টের কথা উল্লেখ করে তাদের আনুগত্যের যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে। অতঃপর সকল আত্মীয়-স্বজন, আপনজন ও সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বাগ্রে পিতা-মাতার হক সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে।

পিতা-মাতার দো'আ কবূলযোগ্য :

পিতা-মাতার মর্যাদা এতো বেশী যে, তারা সন্তানের জন্য দো'আ করলে আল্লাহ তাদের দো'আ ফিরিয়ে দেন না। পিতা-মাতা যদি সন্তানের জন্য ভালো দো'আ করেন তবে তা কবূল হয়। আবার সন্তানের বিরুদ্ধে খারাপ দো'আ করলে সেটিও আল্লাহও কবূল করে নেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির দো'আ নিঃসন্দেহে কবুল হয়। মযলুমের দো'আ, মুসাফিরের দো'আ ও সন্তানের জন্য পিতার দো'আ।[৩] তবে সন্তানের বিরুদ্ধে পিতা-মাতার দো'আ করা সমীচীন নয়। যেমন হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَـــى

৩. তিরমিযী হা/১৯০৫; আহমাদ হা/৭৫০১; ছহীহুত তারগীব হা/১৬৫৫।

خَدَمِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةَ نَيْلٍ فِيهَا عَطَاءٌ، فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ 'তোমরা কখনো নিজেদের বা তোমাদের সন্তানদের বা তোমাদের খাদেমের বা তোমাদের মালসম্পদের অকল্যাণ, অমঙ্গল বা ক্ষতি চেয়ে বদ দু'আ করবে না। কারণ, হয়ত এমন হতে পারে যে, যে সময়ে তোমরা বদদু'আ করলে, সেই সময়টি এমন সময় যখন আল্লাহ বান্দার সকল প্রার্থনা কবুল করেন এবং যে যা চায় তাকে তা প্রদান করেন। এভাবে তোমাদের বদদু'আও তিনি কবূল করে নেবেন'।[৪]

পিতা-মাতার দান ফেরতযোগ্য :

কাউকে কোন উপহার দিলে ফেরত নেওয়া শরী'আতসম্মত নয়। কিন্তু সন্তানের নিকট পিতা-মাতার অধিক মর্যাদার কারণে তাদের কৃতদান ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ-

ইবনু ওমর ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে মারফূরূপে বর্ণিত আছে যে, উপহার প্রদানের পর তা আবার ফিরিয়ে নেয়া কারো জন্য বৈধ নয়। তবে পিতা তার সন্তানকে দেয়া উপহার ফিরিয়ে নিতে পারে। যে ব্যক্তি কাউকে কিছু দিয়ে তা আবার ফিরিয়ে নেয় সে হ'ল কুকুরের মত; সে খায়, যখন পেট ভরে যায় তখন বমি করে এবং পরে নিজের বমি নিজেই খায়'।[৫]

মায়ের বিশেষ মর্যাদা :

পিতার উপর মায়ের অগ্রাধিকার :

পিতা-মাতার ক্ষেত্রে কারো মর্যাদা খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। কেননা মর্যাদার দিক থেকে কোন ক্ষেত্রে পিতা অগ্রগামী আবার কোন ক্ষেত্রে মা। ঠিক পরীক্ষার মত পিতা অংকে ভাল তো মা ইংরেজীতে, আবার পিতা

৪. মুসলিম হা/৩০০৯; আবুদাউদ হা/১৫৩৪; মিশকাত হা/২২২৯।
৫. তিরমিযী হা/২১৩২; আবুদাউদ হা/৩৫৩৯; মিশকাত হা/৩০২১; ছহীহুত তারগীব হা/২৬১২।